সুইডেন

উৎসবের নাম পোস্ক

পোস্ক উৎসবের প্রতীক ডিম। ডিমের ওপর আঁকা হয়েছে বিভিন্ন ডিজাইনের আলপনা

খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে 'ঈস্টার ডে' উদযাপন করে সেটা সুইডেনে 'পোস্ক' নামে উদযাপিত হয়। তবে ইউরোপজুড়ে দিবসটি পালিত হয় বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে। কারণ ইউরোপের ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় দিবসটিকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে। 'পোস্ক' শব্দটি এসেছে হিব্রু ভাষা থেকে। যিশু খ্রিস্টের জন্মের ১২০০ বছর আগে ইহুদিরা মিসরে দাস হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাদের ধর্মীয় নেতা মুসা (আঃ) এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এক বাণী লাভ করেন। বাণীতে বলা হয়- সব ইহুদি ভেড়া কোরবানি দিয়ে তার রক্ত নিজ আবাসস্থলের বাইরের দরজায় দু'কপাটে লেপন করবে এবং সেই রক্ত হবে বাঁচার প্রতীক। যখন খোদার অলৌকিক ক্ষমতায় মিসরের সব মানুষ, প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে তখন সেই ধ্বংসলীলা পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে ল্যাটিন ভাষায় বলে 'পাসকা' এবং সেই ল্যাটিন ভাষা থেকে সুইডিশে এসেছে 'পোস্ক' শব্দটি। এরপর মুসা (আঃ) সব ইহুদিকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। ইহুদিরা দাসত্ব থেকে এভাবে মুক্তি পায় এবং ইসরাইলে ফিরে যায়। ইহুদিরা দাসত্ব থেকে মুক্তির আনন্দে এই দিনটি পালন করে।

খ্রিস্টানদের ভাষায়, পোস্কের দিনগুলোতেই যিশু ক্রুশবিদ্ধ এবং পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। যিশু হয়েছিলেন ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গকৃত মেষ সদৃশ।

প্রতি বছর ২২ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে পোস্ক উদযাপন করা হয়। ২০ মার্চের পর প্রথম পূর্ণচন্দ্রের প্রথম রোববার পোস্ক দিবস উদযাপন করা হয়।

১১০০ শতকে অধিকাংশ সুইডিশ ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হন। গির্জা তখন রাষ্ট্র পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতো।

কোরিয়া

প্রবাসের জীবন

কোরিয়ায় এখন বসন্তকাল। চারদিকে ফুলের সমারোহ। ফুলে ফুলে ভরে গেছে গোটা দেশটা। শীতকালের পাতাঝরা নারা গাছগুলো থেকে পাতা বের হওয়ার আগেই রঙ-বেরঙের ফুলে ফুলে ভরে যায় পুরো গাছ। রাস্তার আইল্যান্ডে, ফুলের টবে, রাস্তার পাশের আগাছাগুলোর মাঝেও কত রঙ-বেরঙের ফুল ফোটে। কি যে সুন্দর লাগে! বর্ণনা করলেও তা হয়তো লেখায়ও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। শুধু উপলব্ধি করা যায়। এটা আমাদের প্রবাস জীবনের একটা আনন্দ উপলব্ধি। মা, বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তানদের ছেড়ে অনেক দূরে, কখনো মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে মা-বাবার একটু স্নেহের পরশ পেতে। নিজ সন্তানদের একটু আদর দিতে শূন্য হৃদয়টা হাহাকার করে ওঠে। হৃদয়ের এই অব্যক্ত কান্না বোঝার কেউ নেই এখানে। রোবটের মতো মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। কাজ শেষে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ি, সকালে উঠে ছুটে যাই কাজে। এটাই প্রবাসীদের জীবনের দৈনন্দিন রুটিন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে আমরা সামান্যই পেয়েছি, কিন্তু হারিয়েছি অনেক। এরপরও আমরা ছুটির দিনগুলোতে অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কিছুটা হলেও আনন্দে সময় কাটাবার চেষ্টা করি। সবশেষে বলবো আদম ব্যাপারীর পাল্লায় পড়ে ৬-৭ লাখ টাকা দিয়ে কেউ কোরিয়ায় আসবেন না। এখন চাকরি পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে প্রচুর ধরপাকড় চলছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ, আমরা যাতে এ দেশে থাকতে পারি এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। অন্যথায় যেভাবে ধরপাকড় চলছে তাতে আগামী তিন-চার মাসের মধ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে চলে আসতে হবে অনেককেই।

Md. Tazul Islam
Dunguk Khoga, South Korea
H.P. 0198012209

তখন থেকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের এই পোস্ক উদযাপন সুইডিশদের জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গিভূত হয়। যিশু যে তারিখে ক্রুশবিদ্ধ হন সেই দিনটিকে বলা হয় 'লং ফ্রেদগ' (ling fredag) বা বড় শুক্রবার। এই বিয়োগান্তক ঘটনার দিনটিকে স্মরণ করে পালন করা হয় 'ঈস্টার ডে'। এই শুক্রবারের আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের এই বিশেষ দিনটিকে সুইডিশ ভাষায় বলা হয় 'স্যার তুরস্ দগেন'। রোববারের দিনটিকে পোস্ক দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়।

ঈস্টারের পরের দিন 'পোস্ক আফতন' বা পোস্ক রজনীর দিনে সুইডিশরা বিশেষ ধরনের খাবার খায়। বিশেষ করে ডিম ও সিল (সুইডিশ মাছ) খায়। তবে সমগ্র পোস্কের আনুষ্ঠানিকতায় ডিমকে প্রাধান্য দেয়া হয় বেশি। ডিমকে বিভিন্নভাবে রঙিন করে খাবার টেবিলে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়। রঙতুলি দিয়ে বিভিন্ন আলপনা আঁকা হয় ডিমের ওপর পোস্কের দিনে।

পোস্ক উৎসবে ডিমকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ একে প্রাচীন মানুষ সৃষ্টি এবং জীবনের বিকশিত ধারা ও উন্নতির প্রতীক মনে করতো। ডিম নিয়ে তখনকার দিনে কুসংস্কারও ছিল। ডিমকে তারা পবিত্র মনে করতো। পোস্কের দিনে তারা মৃত আত্মীয়ের কবরের কাছে গিয়ে ডিম খেতো। কখনও তারা মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়ার সময় কবরের মধ্যেও ডিম চাপা দিয়ে রাখতো। তাদের ধারণা ছিল ডিম থেকে যেমন একটি মুরগির ছানা বের হয়, তেমনি মৃত ব্যক্তিটিও একদিন জীবিত হয়ে উঠবে পরকালে। যেমন যিশু জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন কবর থেকে। এখন এসব কুসংস্কার নেই। এখন সুইডিশরা ডিমকে আনন্দ ও উৎসবের প্রতীক হিসেবেই মনে করে। ডিম হলো পোস্ক উৎসবের প্রতীক। হলুদ রঙটি হলো পোস্কের প্রকাশ। তাই পোস্ক উদযাপনের জন্য ব্যবহৃত নানা উপকরণেরও রঙ হলুদ। এ ক্ষেত্রে পোস্কের সঙ্গে বসন্তের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বসন্তের শুরুতেই প্রথম যে ফুল ফোটে তার রঙও হলুদ। সুইডিশে এর নাম পোস্কলিলিরা (Paikliljor)। এই ফুলই হলো পোস্কের ফুল।

পোস্ক রজনীর পরের দিনটিই পোস্কদগ। আগের দিনসহ এই দিনটিও একটি উদযাপনী ও সরকারি ছুটির দিন। এই দিনে সরকারি পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই দিনটিতেও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ ধরনের খাবার খেয়ে থাকে। এই খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভেড়ার মাংস এবং লাক্স মাছ। সব শেষের উদযাপনী দিনটি হলো আনানদগ পোস্ক বা পোস্ক অতিক্রান্ত দিন। পোস্কের সময় এক সপ্তাহব্যাপী স্কুল ছুটি থাকে। এই সপ্তাহটাকে পোস্কের ছুটির সপ্তাহ (Pask lov) বলা হয়।

পোস্কের ৮-৯ দিন পর আগুন জ্বালিয়ে জঞ্জাল পেড়োনোর মধ্য দিয়ে পোস্ক উদযাপনীর সমাপ্তি ঘটায়। এটাকে এরা জালবোরিসম্যাস আফতেন (vollorgsmass afton) বলে। এ প্রথাটি এসেছে জার্মানি থেকে। vallorg ছিলেন জার্মানির একজন সাধু সন্ন্যাসিনী। তিনি তার জীবনকাল একটি আশ্রমে কাটিয়েছিলেন। তিনি এই প্রথাটির প্রবর্তক। ভূত-প্রেত তাড়ানোর জন্য এই প্রথার প্রবর্তন করেন। খ্রিস্টান ধর্মানুসারীরা এখন মনে করেন, পোস্কের এই নিয়মগুলো মিথ্যা ধর্ম থেকে এসেছে। এসব পালন করার পেছনে যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানসম্মত কোনো কারণই নেই। তাই তারা শুধু যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার দিনটিকে স্মরণ ও পুনরুত্থানকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই 'পোস্ক' দিবস পালন করেন।

মুঃ খলিলুর রহমান, সুইডেন
rokoni@hotmail.com

দ: কোরিয়া

আঞ্চলিক বৈষম্য

- হ্যালো স্লামালাইকুম

- কে বলছেন ভাই,

- জি আমাকে চিনবেন না, আমার নাম মাসুক, সামাদ ভাইয়ের পরিচিত। উনি আপনার নাম্বার আমাকে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

- তা কী সাহায্যে করতে পারি?

- ভাইয়া সামাদ ভাইয়ের কাছে জানতে পারলাম আপনার কাছে নাকি চাকরির সন্ধান আছে।

- হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন আপনি, একটা চাকরি আছে। তা কার জন্য চাকরি?

- আমার জন্য। আজ চার মাস ধরে আমি বেকার বসে আছি। কোনো চাকরি নেই, হাতে টাকা-পয়সাও তেমন নেই। এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করছি একটা চাকরির জন্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি। সামাদ ভাই আপনার নাম এবং ফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

- দেখুন ভাই, কোরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি আপনি জানেন, একটি চাকরি পাওয়া যে কত ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া এখন কোরিয়ান মালিকরাও অবৈধ লোক খাটাতে চায় না। রাখলেও বেতন ঠিকমতো দেয় না। আরো অনেক সমস্যা আছে।

- আশরাফ ভাই, বেতনের কথা আমি চিন্তা করি না, বেতন আমাকে কম দিলেও চলবে, শুধু থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেই হবে, তবুও একটি চাকরির ব্যবস্থা আমাকে করে দেন।

- দেখুন মাসুক ভাই, টেলিফোনে তো অনেক কথা বলে ফেলেছেন, তাছাড়া ভালো কথা আপনাকে তো জিজ্ঞেস করাই হয়নি যে আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?

- কেন আশরাফ ভাই?

- দেখুন মাসুক ভাই আমি নোয়াখালীর লোকদের পছন্দ করি না। ওদের সম্পর্কে আমি জানি, তাই নোয়াখালীর লোকদের আমি চাকরিও দিতে চাই না, যাক সে সব কথা, আপনার দেশের বাড়ি কোথায়?

মাসুক ঐ মুহূর্তের জন্য নোয়াখালীর কথা চেপে রাখে আশরাফের কাছে এবং বলে আমার বাড়ি ঢাকায়।

-ঢাকায় কোথায়?

-ঢাকায় ফার্মগেট। পশ্চিম রাজাবাজারে আমরা থাকি।

আশরাফ চাকরি কনফার্ম করে। মাসে ৭ লাখ টাকা (কেরিয়ান টন) দু'বেলা সিকতানে খেতে হবে, ওভারটাইমও আছে। ডিউটি সকাল ৮ থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। থাকার ব্যবস্থা আছে কনটেইনারে। ওখানে আরো বাঙালি আছে। চাকরি হচ্ছে সুয়ানের পাশে।

-আমি আপনাকে একটা নাম্বার দিচ্ছি। এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আমার কথা বললেই আপনাকে ফ্যাক্টরিতে কিভাবে যেতে হবে সব বলে দেবে।

- আশরাফ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়াতে। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

- অসুবিধে নেই, সুয়ান হালাল ফুডে এলেই দেখা হবে। আর সামাদ ভাইকে আমার সালাম দেবেন।

পরদিন যথারীতি মাসুক চাকরিস্থলে যোগ দেয়। সেখানে যাওয়ার পর বাংলাদেশী আরো ৬ জনের সঙ্গে পরিচয় হয়। যাদের সবার বাড়িই বিক্রমপুর।

মাসুক ভাবে যদি কোনোক্রমে এরা জানতে পারে যে আমার বাড়ি নোয়াখালী তাহলে হয়তো চাকরি নিয়ে সমস্যা হতে পারে এবং হয়েছেও। প্রায় ৫ মাস পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছে সে। কিন্তু যখন জানতে পারে দেশের বাড়ি নোয়াখালীতে, তখন থেকেই শুরু হয় তাদের অত্যাচার অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত নানা সমস্যা। পরে সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে চলে আসে মাসুক।

এ কথাগুলো কোনো গল্প না নাটকের অংশ নয়। মাসুকের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা, যা আজও তার মনে আঘাত দেয়। সে বুঝতে পেরেছে আঞ্চলিক বৈষম্য মানুষকে কতটুকু নিচে নিয়ে যায়। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং কথা প্রসঙ্গে সত্যি মাসুকের কথার সাথে আমাকেও সুর মেলাতে হচ্ছে, যে কোরিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যতা একটি বড় সমস্যা। আর এই আঞ্চলিক বৈষ্যমতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, বিশেষ করে নোয়াখালী ও বিক্রমপুর জেলার লোকজনের মধ্যে। জানি না পৃথিবীর অনান্য দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মাঝে এই আঞ্চলিক বৈষম্যতা আছে কি না? কোরিয়াতে বর্তমানে চাকরির সংকট যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আগামী দিনগুলোতে অবৈধভাবে থাকা কষ্ট হয়ে যাবে। এ রকম পরিস্থিতির মাঝে যদি আমাদের ভেতর অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্যতা থাকে তাহলে আমরা একজনের বিপদে আরেকজনকে কখনোই সাহায্য করতে পারবো না। তাছাড়া এই আঞ্চলিকতার রোষানলে পড়ে অনেককে কোরিয়ার ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দেশেও যেতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, কেন এই বৈষম্যতা? কেন এই বিভেদ? দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমরা কি এখনও প্রাচীন যুগে পড়ে আছি? সেখান থেকে কেন আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না।

আমরা সবাই বাংলাদেশী। কে কোন এলাকা থেকে এসেছি এটা বড় নয়। অথচ তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা আমাদের ঘিরে আছে। প্রবাসের মাটিতে তা যেন আর না হয়।

Kamruzzaman (Babu)
Asanshe- City, South Korea, Mobile : 010-3040-2845

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

সিঙ্গাপুর

অবৈধ হুন্ডিচক্র

সারোয়ার ভাইয়ের কথা বলার ধরন, আচার-আচরণ খুবই স্বাভাবিক এবং সহজ-সরল। বয়স চল্লিশোর্ধ্ব। আমার পাশের এলাকায় স্থানীয় ঠিকানা থাকলেও আমার কাছে অপরিচিতই ছিল। আমার বন্ধু মিল্টনের এলাকার বড় ভাই হিসেবে প্রথমে পরিচয়। এর কিছুদিন পরই সারোয়ার ভাই দেশে চলে যান। কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন কন্ট্রাক হয়নি আর তার নিজেরও সিঙ্গাপুরে থাকার ইচ্ছে নেই। সংসারে তিনিই একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি, ছেলেমেয়েদেরও দেখাশোনার কেউ নেই। তাই চলে যাচ্ছেন।

এ ঘটনা এখানেই সমাপ্ত হতে পারতো। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মানুষ আমরা। লক্ষ-কোটি মাইল দূরে এলেও দুর্নীতি আমাদের পিছু ছাড়েনি। তিনি দেশে চলে যাবার পর আমার বন্ধুর কাছে ফোন করে জানালেন, গত এক বছর আগে তিনি এখানে হুন্ডির মাধ্যমে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন তার নিজস্ব একাউন্টে জমা করার জন্য। এখন তিনি দেশে ফিরে গিয়ে দেখেন ঐ টাকা হুন্ডি ব্যবসায়ীরা জমা না করে তাকে ভুয়া ফ্যাক্স ব্যাংকের রসিদ দিয়েছে। আমার বন্ধু আমাকে সব খুলে বলল। আমরা পরবর্তী রবিবার অর্থাৎ সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিকেলে হুন্ডি ব্যবসায়ীকে এখান থেকে ডলার কালেকশন করে দেশে পৌঁছানোর জন্য তার খোঁজ করলাম। তার জায়গায় তার ভাই ডলার কালেকশন করছে। তার ভাই সম্পর্কে জানতে চাইলে সে জানাল ২ মাসের ছুটিতে দেশে গেছে। আমরা সমস্যার ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে সে বলল, এ ব্যাপারে কিছুই তার জানা নেই। টাকার জন্য চাপ দিলে বলল, আগামী সপ্তাহে তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানাবে। পরবর্তী সপ্তাহে সে জানাল তার ছোটভাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর আগে সে কোনো টাকা-পয়সা দেবে না। আমরা আর তাকে কোনো কিছু না বলে ঐ হুন্ডি ব্যবসায়ীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় দেড় মাস পর ঐ ব্যবসায়ী সিঙ্গাপুরে এলে আমরা অর্থাৎ আমি, মিল্টন, রাসেল ও অন্য বন্ধুরা ভীষণ প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু এখানে আমাদের প্রতিবাদের চেয়ে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও কম শক্তিশালী নয়। অর্থাৎ যারা এ অবৈধভাবে সরকারি খাতে টাকা জমা না দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কালো টাকা জমাচ্ছে তাদের দুর্নীতির আখড়া কম গভীরে নয়। আমাদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ আসতে থাকে টাকা ফেরত না চাওয়ার জন্য। কিন্তু অবশেষে সে টাকা সারোয়ার ভাই ফেরত পান। কতো রক্ত, ঘাম ঝরানো টাকা যে প্রতারক চক্র আত্মসাৎ করছে তার কোনো হিসাব নেই।

আমাদের প্রবাসীদের মনে প্রশ্ন জাগে তা হলো, সরকারি প্রচার মহল বলছে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো অবৈধ। কিন্তু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে অন্য জায়গায়। আমাদের দেশে যারা এ টাকা পৌঁছে দিচ্ছে তাদের খুঁজে বের করতে মাথার ঘাম ফেলছে। অথচ, এখানে প্লাজার সামনে এবং টেক্কা মার্কেটসহ অন্যান্য জায়গায় প্রতি সাপ্তাহের ছুটির দিনে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ডলার কালেকশন করছে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা। একটি বৃহৎ চক্র তাদের পেছনে থেকে এ ডলার দেশে পাচার করছে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে। অথচ তাদের কোনো কিছুই করছে না। কিছুদিন আগে অগ্রণী ব্যাংকের বড় বড় কর্মকর্তা সরকারি ব্যাংক তথা এখানের একমাত্র ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন প্রবাসীদের। অথচ যারা এ দুর্নীতিতে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেননি। বরং দিনের পর দিন সারোয়ার ভাইয়ের মতো সহজ-সরল মানুষগুলো প্রতারিতই n‡"Q।

আমরা আশা করবো সরকার এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ নেবে এবং অগ্রণী ব্যাংকের আরো শাখা খুব দ্রুত অত্র শেরাংগন প্লাজার আশপাশে খুলবে। যাতে ব্যাংকিং খাতে বৃহৎ রাজস্ব জমা হতে পারে।

G.M. Jewel
Sanko Singapore Pte ltd.
H/P- 94237265

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।
যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

ইটালি

এগ্রো ট্যুরিজম

Week Endin contry house 'villa Dama'- এই বিজ্ঞাপন দেখে দুটো রাত ছিলাম Italiy-র কৃষিনির্ভর প্রভিন্স Mantova-তে। অত্যন্ত পুরনো ধাঁচের একটি বাগানবাড়ি। বাড়ির বাইরে সাদা মাঠ কিন্তু ভেতরটা ছিল সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় পরিপূর্ণ। এই খামারবাড়িতে মূলত ফসল ফলানো হয়। হাঁস, মুরগি ঘোড়া পালন করা হয়। পাশাপাশি এটা একটা আবাসিক হোটেলের মতো অতিথিশালাও বটে। ওপরে টালির ছাদ। খুব সাদামাটা একটি বাড়িকে কতো সুন্দরভাবে বহুবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার বারবার মনে হাচ্ছিল কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মতো সুন্দরভাবে এগ্রো ট্যুরিজম ব্যবস্থা হতে পারে এমন স্থান এই ধরণীতে কমই আছে। কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া যুবক ট্যুরিজমের মেলার কথা মনে করে আমি ভীষণভাবে আশাবাদী। আমাদের পর্যটন শিল্পের বিকাশে এগ্রো-ট্যুরিজম বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। শহরের যান্ত্রিক কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে মানুষ গ্রামে যাবে। গ্রামে একটি বাড়িতে কিছু পয়সার বিনিময়ে সে পাবে পুকুরের তাজা মাছ। ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, মুড়ি, চিড়া, খৈ, শীতের সময় পিঠা অথবা গরমে আম, কাঁঠালসহ নানা ফল। থাকবে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ছাড়া ফলানো তাজা শাকসব্জি। এগ্রো-ট্যুরিজমের উদ্যাক্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। আমাকে লিখুন।

ইটালির একটি এগ্রো ট্যুরিজম হাউজ

Islam Shaheedul, Piazza Unitad
Italiaze, Vimercate 20059(Mi), Italy
shakhidul@yahoo.com
Phone : 0039 33988 46997